দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 OCT 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

096

শিক্ষাঙ্গন

মাদ্রাসা শিক্ষার দৈন্যদশা

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এদেশে শতকরা ৯০ জন মানুষ মুসলমান এবং তাদের দৈনন্দিন জীবন ও কর্মধারা ইসলামী তাহজীব ও তামাদ্দুনের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবনের আঙ্গিনায় ইসলামী ভাবধারার বাস্তব রূপায়ন ঘটাতে হলে মাদ্রাসা শিক্ষা লাভ করা যে একান্ত জরুরী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যে জাতি তার অতীতকে জানে না, সে জাতির অধঃপতন নিশ্চিত। আমরা যদি মুসলমান জাতির অতীতের দিকে ফিরে তাকাই; তা'হলে দেখব, মুসলিম জাতির লাখো লাখো মনীষী মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশবরেণ্য তথা—বিশ্ববরেণ্য হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইব্নে সিনা, ইবনে খালিদুন, হযরত শেখ সা'দী (রাঃ), ইমাম গাজ্জালী, জালালউদ্দীন রুমী, উমর খৈয়াম, ফেরদৌসী, হাফিজ ডঃ ইকবাল, হাকিম আজমল খান, মৌলানা মোহাম্মদ আলী, মৌলানা শওকত আলী, ডঃ শহীদুল্লাহ, মৌলানা আকরাম খাঁ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কায়কোবাদ, ফররুখ আহমদ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। এঁরা সবাই কম বেশী মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলো ঔপনিবেশিক আমল থেকে চরম অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের মধ্য দিয়ে কোনপ্রকারে টিকে আছে। মাদ্রাসাগুলো যেন এদেশের বৈমাত্রেয় সন্তান। তাই স্কুল-কলেজের মত নাদুস-নুদুস হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার এদের নেই। তাই দেখা যায়, স্কুল-কলেজের তুলনায় এরা অনেকটা নেতিয়ে পড়েছে।

এদেশের মাদ্রাসাগুলোর আকৃতি বড়ই করুণ ও হৃদয়বিদারক। গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার মাদ্রাসায় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চের অভাবে ভালভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে লেখাপড়া করেতে পারে না। গ্রামের মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষকের অভাব খুবই প্রকট। সেখানে বাংলা ও ইংরেজী প্রভাষকের মুখই ছাত্ররা দেখতে পায় না, পায়না একজন ভাল বি, এস, সি বা বি, এ, শিক্ষক। এই না পাওয়ার কারণ এই যে, বাংলাদেশের গ্রামের মাদ্রাসাগুলোতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ মাদ্রাসা থেকে কোন বেতন পান না। তাছাড়া অধুনা স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ যেহারে উপরি পয়সা (প্রাইভেট পড়িয়ে) পান; মাদ্রাসায় গিয়ে কোন শিক্ষক সে সুযোগ পান না। এ ছাড়া শহরের 'কিণ্ডার গার্টেন' এবং গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের প্রতি তাদের আকর্ষণ অনেকটা বেড়ে গেছে। কিণ্ডার গার্টেনে অনেক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় এবং এগুলোতে ভাল উপরি আয়ও আছে। আর গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে আজকাল চাকুরী পেলে তো পোয়াবার। সময়ের তোয়াক্কা না করে যে কোন সময় ইচ্ছা অনুযায়ী স্কুলে যাওয়া-আসা করা যায়। নিজের বাপের বাড়ীতে, নিজের বাড়ীতে বা শ্বশুর বাড়ীতে ঘরজামাই হিসেবে থেকেও প্রাইমারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ৫০% বাড়ী ভাড়া পান। এ ধরনের সুযোগ লাভের জন্য বি, এ, এম, এ পাস করা লোক ও উটপাখীর মত সেখানে দৌড়ে যান। তাইতো গ্রামের মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষক পাচ্ছে না।

সবচেয়ে মজার কথা এই যে, এদেশে যারা মাদ্রাসা শিক্ষার কথা চটাং চটাং করে বলেন এবং অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে মাদ্রাসা তৈরী করেন; তারা কিন্তু ভুলেও নিজেদের "পোলাপানগোরে" এই সকল মাদ্রাসায় লেখাপড়া করান না। কারণ, তারা মনে করেন যে, যারা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

স্কুলে ৫ম ও ৮ম শ্রেণীব বৃত্তি পরীক্ষার ন্যায় মাদ্রাসার ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষার চিন্তাও কেউ কোনদিন করেনি। অবশ্য ইদানীং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড উক্ত দু'টো শ্রেণীতে একটি "ছদ্‌গা মার্কা" বৃত্তি চালু করেছে যার টাকার পরিমাণের কথা শুনে কোন বিবেকবান ব্যক্তিই এর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করে থাকতে পারবে না।

কোন কোন মাদ্রাসায় সরকার বিজ্ঞান খোলার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু সেগুলোতেও বিমাতাসুলভ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দেয়া হয়নি এবং উপযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাবও অস্বীকার করা যায় না।

দশ কোটি তৌহিদী জনতার দেশে মাত্র দু'টি সরকারী মাদ্রাসা। সরকার ও দেশবাসীর অসীম কৃপায় কোনরকমে বেঁচে থেকে সরকারী স্কুল-কলেজের তুলনায় নিজেদেরকে অপাংক্তেয় মনে করছে। সরকারী স্কুল-কলেজের দাপটে সরকারী মাদ্রাসা দু'টি সদাসন্ত্রস্ত। এদেশের সরকার ও জনসাধারণ যুগ-যুগান্তর থেকে কালে-ভদ্রে স্বল্পসংখ্যক স্কুল-কলেজ সরকারীকরণের প্রচেষ্টা চালালেও তার পাশাপাশি মাদ্রাসাকেও সরকারীকরণের কথা বলেন।

আদর্শ ও সুশিক্ষিতা মায়ের সন্তানই আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের দেশে আদর্শ মা তৈরী করার জন্য কোন চেষ্টাই করা হয় না। ইসলামী পরিবেশে আদর্শ মা তৈরী করতে হলে এদেশের মেয়েদেরকে মাদ্রাসা শিক্ষা দিতে হবে। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, বাংলার মাটিতে একটি উন্নতমানের মহিলা মাদ্রাসা আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অতি অল্পসংখ্যক বেসরকারী বালিকা মাদ্রাসা এদেশে থাকলেও সেগুলো প্রাণহীন প্রতিষ্ঠানের মত কোনরকমে টিকে আছে। ইসলামী শিক্ষা এদেশের মেয়েরা পায় না বলেই আবর্জনা জাতীয় পুস্তক পড়ে আনন্দ পায়। আনন্দ পায় সিনেমা, ভি, সি, আর এবং টেলিভিশনের অশ্লীল অনুষ্ঠানে। উল্লেখযোগ্য যে, ইদানীং রাজধানীর ইডেন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী নিবাসের নামকরণ করা হয়েছে "বেগম জেবুন্নেছা ছাত্রী নিবাস।" এই বেগম জেবুন্নেছা মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দুহিতা। তিনিও মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতা ছিলেন। আরবী, ফারসী ভাষায় ছিলেন তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী। তাঁর সমাধির গায়ে খোদাইকৃত তাঁর নিজের লেখা ফারসী ভাষার দু'ছত্র কবিতাও উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এই জেবুন্নেছার প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও আমাদের মেয়েরা জেবুন্নেছার মত হতে পারছে না। এর কারণ, মহিলা মাদ্রাসার চরম অভাব। তাই সরকার ও দেশবাসীর কাছে আমার জিজ্ঞাসা, বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার দৈন্যদশা কি কোনদিন ঘুচবে না?

—অধ্যাপক মোঃ আবদুল মতিন